যায়যায়দিন

তারিখ 08 SEP 2007

ওয়ার্ল্ড অ্যাহেড প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশে এলো ইনটেল

বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড অ্যাহেড প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন ইনটেল কর্পরেশনের চেয়ারম্যান ড. ক্রেইগ ব্যারেট। ড. ব্যারেটের এটাই প্রথম বাংলাদেশ সফর। ওয়ার্ল্ড অ্যাহেড প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য, অত্যাধুনিক ও দ্রুতগতির ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনলজি (ICT) বিশ্বব্যাপী উন্নয়নশীল দেশগুলোর মানুষের আরো কাছে পৌঁছে দেয়া।

ওয়ার্ল্ড অ্যাহেড প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রকল্প সঠিক বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে ইনটেল। এ কার্যক্রমের সুফল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে গ্রামীণ ব্যাংকের অঙ্গ সংগঠন গ্রামীণ সলিউশনস ইনটেলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ড. ইউনূস গ্রামীণ সলিউশনস প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে, ইনটেল এবং গ্রামীণ সলিউশনস পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা, প্রযুক্তি, সফটওয়্যার ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ইন্টারনেট ব্যবহার সহজলভ্য করতে একযোগে কাজ করবে।

ইনটেল এবং গ্রামীণ সলিউশনসের যৌথ পরিচালনায় এ প্রকল্প বাংলাদেশের জনগণের জন্য অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করবে, যা বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতিকে আরো ত্বরান্বিত করবে। ইনটেলের পাশাপাশি জাতিসংঘের গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর আইসিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান ড. ব্যারেট বলেন, ড. ইউনূস ইতিমধ্যে সুদৃঢ় ও সফলভাবে প্রমাণ করেছেন, এ ধরনের প্রকল্প কি পরিমাণ সুযোগ সৃষ্টি করতে এবং গর্ব করার মতো পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

তথ্যপ্রযুক্তিকে বাংলাদেশে আরো উন্নতকরণে এবং আধুনিকায়নে আমরা ইনটেলের পাশে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করছি– বললেন বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা তপন চৌধুরী। তার মতে, ইনটেলের ওয়ার্ল্ড অ্যাহেড প্রোগ্রামের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সব ক্ষেত্রে উন্নয়নের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা সম্ভব, কারণ আঞ্চলিক চাহিদা পূরণে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ, ক্রিটিকাল কানেক্টিভিটি, উন্নতমানের শিক্ষা প্রদান প্রক্রিয়া প্রণয়ন সাধারণ মানুষের জীবনে অর্থপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে।

এক্সেসিবিলিটি, এডুকেশন কানেক্টিভিটি এবং কন্টেন্ট বিস্তারে ইনটেল...

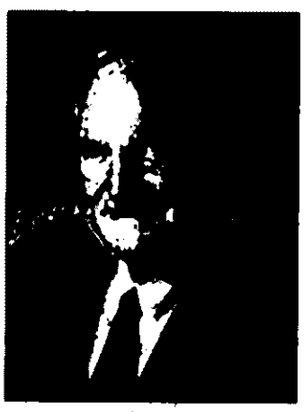

ইন্টারনেটের মাধ্যমে চিকিৎসা, শিক্ষা, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ক সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহকে দেশব্যাপী জনসাধারণের জন্য আরো সহজ করে তোলার জন্য ইনটেল এবং গ্রামীণ বিভিন্ন ধরনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ রকম একটি প্রকল্প হচ্ছে পিসি ওনারশিপ প্রোগ্রাম, যার আওতায় রয়েছে স্বল্পমূল্যে ও স্বল্প পরিমাণ মাসিক কিস্তিতে কমপিউটার প্রদান। পাশাপাশি সারা দেশের সব জায়গায় টেলিসেন্টার স্থাপন করা। টেলিসেন্টারের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের জন্যও কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি এবং সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। টেলিসেন্টারের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে থাকবে ফটোকপি, ইন্টারনেট এক্সেস, প্রিন্টিং, ই-কমার্স এবং ই-গভর্নমেন্টের জন্য পিসি ব্যবহার। গ্রামীণ ব্যাংক টেলিসেন্টার স্থাপনের জন্য সহজ শর্তে ঋণ (মাইক্রো লোন) প্রদান করবে।

ড. ইউনূসের ভাষায়, মাইক্রো ক্রেডিট এবং আইসিটি দারিদ্র্য পীড়িত জনজীবন সমুন্নত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ইনটেল নির্ভর ক্লাসমেন্ট পিসি ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজে পৌঁছানোর লক্ষ্যে ইনটেল এবং গ্রামীণ এরই মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। সব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং সাশ্রয়ী এ ল্যাপটপ বা ক্লাসমেট পিসি প্রজেক্ট নির্ভর শিক্ষার জন্য অনন্য ভূমিকা রাখবে।

আগামী তিন বছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুলে প্রায় এক হাজার কমপিউটার অনুদানের প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে ড. ব্যারেট বলেন, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে শিক্ষার বিকল্প নেই। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতেই ইনটেল আগামী বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় পিসি ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কমপিউটার দেবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং গ্রামীণের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে ইনটেল Intle(R) Teach ও Intle(R) Learn শিরোনামে দুটি শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্প পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। Intle(R) Teach প্রকল্পে শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে ক্লাসরুমে এবং শিক্ষা কার্যক্রমে কিভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরো দক্ষভাবে শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব। আর কমিউনিটি নির্ভর Intle(R) Learn প্রকল্পের আওতায় ৮ থেকে ১৬ বছর বয়সীদের টেকনলজি ব্যবহার, ক্রিটিকাল থিংকিং এবং সমন্বিত শিক্ষা গ্রহণে দক্ষতা অর্জন করার ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন কার্যক্রম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং টেলিসেন্টারগুলোতে আঞ্চলিক তথ্য ভিত্তিক ইন্টারনেট ও সফটওয়্যার ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্দেশে ইনটেল স্থানীয় সফটওয়্যার কম্পানিগুলোর সঙ্গে কাজ করবে। প্রাথমিকভাবে ইনটেল সফটওয়্যার কম্পানিগুলোর মাধ্যমে Intle(R) Skool Learning and teaching প্রযুক্তির সঙ্গে সাধারণ জনগণের পরিচিতি ঘটানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া আঞ্চলিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে গণিত এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক ইন্টারঅ্যাকটিভ ওয়েবসাইট চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইনটেল।

WiMAX প্রযুক্তি বিস্তারে ইনটেল এবং গ্রামীণ যৌথভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। WiMAX প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বল্প খরচে দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার আরো সহজলভ্য হয়ে উঠছে।

টি ডেস্ক

ইনটেল চেয়ারম্যান ক্রেইগ ব্যারেট

বাংলাদেশে বিষয়ে ইনটেলের পরিকল্পনা

- ইনটেল এবং গ্রামীণ সলিউশনস পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা, প্রযুক্তি, সফটওয়্যার ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ইন্টারনেট ব্যবহার সহজলভ্য করতে একযোগে কাজ করবে
- আগামী তিন বছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুলে প্রায় এক হাজার কমপিউটার দেয়া হবে।
- ইনটেল আগামী বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় পিসি ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কমপিউটার দেবে।
- শিক্ষকদের ক্লাসরুমে এবং শিক্ষা কার্যক্রমে কিভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরো দক্ষভাবে শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব সে বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।
- ৮ থেকে ১৬ বছর বয়সীদের টেকনলজি ব্যবহার, ক্রিটিকাল থিংকিং এবং সমন্বিত শিক্ষা গ্রহণে দক্ষতা অর্জন করার ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।
- আঞ্চলিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে গণিত এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক ইন্টারঅ্যাকটিভ ওয়েবসাইট চালু করা হবে।